সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন
চিত্রবাংলা
রেজি: নং ৫১৩ ▢ ২১ বর্ষ ২৮ সংখ্যা ▢ ৭-১৩ ডিসেম্বর ২০০১ ▢ দাম : পনের টাকা

সরকারের সাথে শ্রমিক বিনিময় চুক্তি হলে

ইতালীতে প্রতিবছর ১০ হাজার বাংলাদেশীর কর্মসংস্থান হতে পারে –

১৫ হাজার অবৈধ অভিবাসীর ভাগ্য অনিশ্চিত

ইতালী থেকে হাসান মাহমুদ ও সাইদুল আলম মিঠু

বিশ্বের অন্যতম শিল্পোন্নত দেশ ইতালীতে চরম শ্রমিক ঘাটতি চলছে। এই শ্রমিক ঘাটতির ফলে দেশটির উত্তরাঞ্চলে বহু কল-কারখানা বন্ধ রয়েছে এবং আরও বেশ কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে। ইতালীতে জন্মহার হার এবং ইতালিয়ানদের মধ্যে নিম্ন শ্রেণীর কাজ করার প্রতি অনিচ্ছার কারণে এই শ্রমিক ঘাটতি দেখা দিয়েছে। ইতালীয় শ্রম মন্ত্রণালয় এবং শিল্পপতিদের সংগঠন CONFINDUSTRIA-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে প্রতিবছর ইতালীতে শ্রমিক ঘাটতির পরিমাণ ২ লাখেরও বেশী।

দীর্ঘদিন থেকে বিরাজমান শ্রমিক ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে বিগত রোমানো প্রদী এবং মাস্সিমো দালেমার সরকার ইতালীতে অভিবাসন প্রদান ছাড়াও স্পন্সরের মাধ্যমে শ্রমিক আনার সুযোগ সৃষ্টি করে ১৯৯৮ সালে একটি স্থায়ী ইমিগ্রেশন আইন অনুমোদন করে। ঐ আইনের আওতায় ১৯৯৮ সালে ৭ হাজার বাংলাদেশীসহ তিন লক্ষাধিক বিদেশী অভিবাসন পায়। এছাড়া ১৯৯৮ সালের ইমিগ্রেশন আইনের আওতায় ঘোষিত স্পন্সর বিধানের মাধ্যমে ১৯৯৯ সালে ৫০ হাজার, ২০০০ সালে ৬০ হাজার। ২০০১ সালে ১০ হাজার বিদেশী শ্রমিক বৈধভাবে ইতালীতে প্রবেশের সুযোগ পেয়েছে। কোন দেশের সাথে শ্রমিক বিনিময় চুক্তি সম্পাদিত হলে ৯৮ সালের ইমিগ্রেশন আইনের আওতায় প্রতিবছর শত শত বিদেশী বৈধভাবে ইতালীতে কাজের সন্ধানে প্রবেশ করতে পারবে। ইতালীতে ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত মানবাধিকার, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও উন্নয়নমুখী সংগঠন 'ইতালী বাংলা' ও সংক্রান্ত একটি সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালা প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বরাবরে পাঠিয়েছে। চিত্রবাংলা রোম প্রতিনিধি সাইদুল আলম মিঠু জানান, গত ২৫ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী বরাবরে ইতালী বাংলার পরিচালক মণ্ডলীর সভাপতি ও ইতালীর বিশিষ্ট সমাজসেবক শাহ মোঃ তাইফুর রহমান ছোটন ঐ সুপারিশমালা তার সচিবালয়ে পেশ করেন। (ডাইরী নং ১১১/২৫/১০/২০০১)। ঐ সুপারিশ মালার অনুলিপি তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী একিএম বদরুদ্দোজা চৌধুরী ও শ্রমমন্ত্রী আব্দুল্লাহ আল নোমানের সাথে তাদের সচিবালয়ের দফতরে আনুষ্ঠানিকভাবে দেখা করে তাদের কাছে পেশ করেন। সুপারিশমালায় ১৯৯৮ সালের ইমিগ্রেশন আইনের বিভিন্ন ধারা বিশেষ করে শ্রমিক বিনিময় চুক্তি হলে কিভাবে বাংলাদেশের বেকার যুবকরা ইতালীতে বৈধভাবে কাজের সন্ধানে প্রবেশ করতে পারবে তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

তাইফুর রহমান রোম প্রতিনিধিকে জানান, ইতালীতে বর্তমানে ৪৫ হাজার বাংলাদেশী অবস্থান করে। তাদের মধ্যে ১৫ হাজার বাংলাদেশী অবৈধ অভিবাসী। ইতালীতে চরম ডানপন্থী সিলভিও বেরলুসকোনির সরকার। আবার অবৈধ অনুপ্রবেশ বন্ধ এবং অবৈধদের দেশত্যাগে বাধ্য করার জন্য ইতিমধ্যেই কঠোর আইন প্রণয়ন করেছে। নতুন সংশোধিত আইনে শুধু অবৈধদের বিরুদ্ধেই নয়। বৈধভাবে অবস্থানকারী বিদেশীদের বিরুদ্ধেও হয়রানিমূলক বর্ণবাদী আইন তৈরী করা হয়েছে। ইতালীর পুলিশ মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানে দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে স্বদেশে ফেরত পাঠিয়েছে। সর্বশেষ ১২ জন, ৮ জন এবং ৪ জন করে মোট ২৪ জনকে ১৫ দিনের ব্যবধানে দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে। রহমান বলেন, ইতালী-বাংলা মনে করে বাংলাদেশ সরকার আইনের আওতায় ইতালী সরকারের সাথে শ্রমিক বিনিময় চুক্তি সম্পাদন করলে দেশীরা বৈধভাবে ইতালীতে আসতে পারবে এবং অবৈধ অনুপ্রবেশের ঘটনাক্রমে কমবে।

তিনি বলেন, ২০০০ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইতালী সফরে এলে রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিনের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে এ ধরনের আবেদন জানান হয়। ইতালী-বাংলাদেশের পক্ষ থেকে পরবর্তী তৎকালীন পররাষ্ট্রসচিব শাকী সামির কাছেও ঐ রিপোর্ট পাঠানো হয়। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও শ্রমমন্ত্রীর বরাবরে একটি সুপারিশমালা পেশ করার পরও দীর্ঘদিন অতিবাহিত হয়েছে। তা নিয়ে আজ পর্যন্ত কোন কার্যকর পদক্ষেপ গৃহিত হয়নি। সম্ভাব্য ২০০২ সালের স্পন্সর প্রক্রিয়ার সুযোগ গ্রহণ থেকে বাংলাদেশ বঞ্চিত হতে যাচ্ছে। আমি মনে করি সরকার জরুরী উদ্যোগ গ্রহণ করলে প্রতিবছর ইতালীতে ৫ থেকে ১০ হাজার বাংলাদেশী বেকার কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। তিনি জানান, আমাদের জন্য বড় দুঃসংবাদ যে ইতালীতে অবৈধ অভিবাসীদের স্বদেশে ফেরত পাঠানোর জন্য ১৪ নভেম্বর ইতালীর সিনেটে প্রস্তাবিত ইমিগ্রেশন (সংশোধনী আইন ২০০১) আইনে ২০০৩ সালে ৩৬ হাজার বিদেশীকে স্বদেশে ফেরত পাঠানোর জন্য অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এছাড়া ২০০১-২০০২ সালে ১০,৫০০ বিদেশী স্বদেশে ফেরত পাঠানোর জন্য ইতিমধ্যেই অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। মজার ব্যাপার হলো এই অর্থ আসবে বিদেশীদের দেয়া ট্যাক্স খাত থেকে। ইতালীতে বর্তমানে ১২ লাখ বিদেশী বৈধভাবে বসবাস করছে। অবৈধদের বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রণয়নের ফলে প্রায় ১৫ হাজার বাংলাদেশীদের ১৫ হাজার পরিবার বিপুলভাবে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হবে।

এই ১৫ হাজার অবৈধ বাংলাদেশীদের রক্ষার জন্য বাংলাদেশ সরকার তড়িৎ কূটনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ করলে এদের ভাগ্যের পরিবর্তন হতে পারে বলে আমি মনে করি। এখন পর্যন্ত অবৈধ অভিবাসীদের অভিবাসন দেবার সরকারী মনোভাব নেতিবাচক বলে ছোটন মন্তব্য করেন।